

রমাদান

শক্তি ও বিজয়ের প্রতীকি মাস

শায়খ মুনীরুল ইসলাম ইবনু যাকির

দীন বিজয়ের মাস মাহে রমাদান। জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ ইসলামের একটি মৌলিক পরিভাষা। এর শাব্দিক অর্থ হলো, আল্লাহর দীনের জন্য ছোট থেকে বড় সব ধরনের চেষ্টা চালানো। দাওয়াতে দীন থেকে যুদ্ধ পর্যন্ত এর ক্ষেত্র সম্প্রসারিত। কিন্তু পারিভাষিক অর্থে কেবলমাত্র শত্রুর সাথে সম্মুখ সমরে যুদ্ধ ও তৎসংশ্লিষ্ট সকল তৎপরতাকে জিহাদ বলে। কুরআন ও হাদীসে মুমিনদের প্রতি জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। জিহাদ কষ্টকর। অপছন্দনীয়। মৃত্যুভয় মানুষের একটি স্বাভাবিক প্রকৃতি। তাই জিহাদে যেতে মন চায় না। মহান রব জিহাদের বিধান দেওয়ার সময়ই বলে দিয়েছেন,

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে। অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। হতে পারে তোমরা যা অপছন্দ করো তাতেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে, আর তোমরা যা পছন্দ করো তা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর। আল্লাহ জানেন, তোমরা যা জানো না। (কুরআন, ২: ২১৬)

তিনি আরও বলেন,

﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِّ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

বসে থাকা মুমিনগণ, যারা ওয়রখস্ত নয় এবং নিজেদের জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীগণ এক সমান নয়। নিজেদের জান ও মাল দ্বারা জিহাদকারীদের মর্যাদা আল্লাহ বসে থাকাদের উপর অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন। তবে আল্লাহ প্রত্যেককেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং জিহাদকারীদেরকে বসে থাকাদের উপর মহা-পুরস্কার দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। (তাদের জন্য রয়েছে) তাঁর পক্ষ থেকে উচ্চ মর্যাদা, ক্ষমা ও রহমত। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (কুরআন, ৪: ৯৫-৯৬)

জিহাদের বহু ফযীলত রয়েছে। আবু যর রাঃ থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সঃ কে জিজ্ঞেস করলাম, أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ, তিনি বললেন, إِيْمَانٌ بِاللَّهِ, আল্লাহর উপর ঈমান এনে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।^১

শাহাদাত লাভ করা জিহাদের অন্যতম আকর্ষণ। এ প্রসঙ্গে অনেক হাদীস আছে। রাসূলুল্লাহ সঃ নিজেও শাহাদাত পিয়াসী ছিলেন। তিনি বলতেন,

وَلَوْ دِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ

আমার মন চায়— আল্লাহর রাহে জিহাদ করতে করতে আমি শহীদ হয়ে যাই, আবার জীবিত হই, আবার শহীদ হই, আবার জীবিত হই, আবার শহীদ হই....।^২

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْقَتْلَ مِنْ نَفْسِهِ صَادِقًا ثُمَّ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَإِنَّ لَهُ أَجْرَ شَهِيدٍ

যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর কাছে শাহাদাত কামনা করে, সে বিছানায় মারা গেলেও আল্লাহ তাকে শহীদদের মর্যাদা দান করবেন।^১

এখন আমরা রমাদানের সাথে জিহাদের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করবো। কেননা জিহাদ ও রমাদান ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রমাদান যেমন কুরআন নাযিলের মাস, তেমনি তা কুরআন বিজয়েরও মাস। কুরআনের আদেশ-নিষেধ তথা ইসলামি জীবনব্যবস্থা কায়মের জন্য রমাদানেই গুরুত্বপূর্ণ জিহাদগুলো অনুষ্ঠিত হয়েছে। রমাদান শক্তি ও বিজয়ের প্রতীকি মাস। রমাদানের বরকতেই মুসলমানরা সেগুলোতে বিজয় লাভ করেছে। মুসলমানরা এই মাসে এত বিজয় লাভ করেছে যা অন্য কোন মাসে সম্ভব হয়নি। এই মাসে এমন একটি জিহাদও নেই যাতে মুসলমানরা পরাজিত হয়েছে। রমাদান মুসলমানদের শক্তির উৎস। মুসলমানের জিহাদ ও বিজয় অভিন্ন। জিহাদ না থাকলে মুসলমানরা দুর্বল হয়ে যায়।

হিজরি প্রথম সালের পহেলা রমাদানে মুসলমানরা সর্বপ্রথম হামযাহ বিন আব্দুল মুত্তালিবের নেতৃত্বে ছোট্ট একটি মুজাহিদ বাহিনী পাঠায়। ইসলামের ইতিহাসে যাকে ‘সারিয়্যায়ে সিফুল বাহর’ নামে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এরপর উবায়দা বিন হারেস বিন আব্দুল মুত্তালিবের নেতৃত্বে আরো একটি মুজাহিদ বাহিনীকে অভিযানে পাঠায়। প্রথম হিজরির রমাদানে পরপর দু’টো মুজাহিদ বাহিনী পাঠানোর পর মদীনার ইহুদিদের মনে ভয়ের সঞ্চার হয়, মুসলমানদের মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং জিহাদের প্রস্তুতির জন্য সবাই মানসিকভাবে তৈরি হতে থাকে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশাতেই মাহে রমাদানে দুটি গুরুত্বপূর্ণ জিহাদ সংগঠিত হয়। প্রথমটি বদরের যুদ্ধ ও দ্বিতীয়টি মক্কা বিজয়। দ্বিতীয় হিজরির ১৭ই রমাদান মুসলমানরা মদীনা থেকে দক্ষিণে বদর প্রান্তরে মক্কা থেকে আগত কাফের কুরাইশ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয় লাভ করেন। এই যুদ্ধের মাধ্যমে আল্লাহ ইসলামের শিকড় মজবুত করেন। ইসলাম গোটা আরবে নির্দিধায় ছড়িয়ে পড়ে। এই যুদ্ধ সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ﴾

আল্লাহ তোমাদেরকে বদরের যুদ্ধে সাহায্য করেছেন, তোমরা ছিলে দুর্বল। (কুরআন, ৩: ১২৩)

মক্কার কুরাইশরা বদর যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর প্রতিশোধের প্রস্তুতি নিতে থাকে এবং তৃতীয় হিজরিতে তারা উহুদের যুদ্ধে অংশ নেয়। যদিও ৭ই শাওয়ালে উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়, কিন্তু তৃতীয় হিজরির গোটা রমাদান মাসই মুসলমানরা সে জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

৫ম হিজরির রমাদান মাসে, মুসলমানরা আহযাব বা খন্দক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে। যদিও তা ৫ম হিজরির শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়। প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় ও হিম প্রবাহের কারণে মুশরিকরা সৈন্য প্রত্যাহার করে চলে যেতে বাধ্য হয়।

৬ষ্ঠ হিজরির রমাদান মাসে মুসলমানরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুজাহিদ বাহিনীকে বিভিন্ন অভিযানে পাঠায়। তাদের মধ্যে ওক্বাসা বিন মামফী, আবু ওবায়দাহ বিন জাররার নেতৃত্বে দুটি দল দুটি অভিযানে যায়। যায়েদ বিন হারেসার নেতৃত্বাধীন দলটি খন্দক যুদ্ধে কুরাইশের সাথে অংশগ্রহণকারী বনি ফুজারার সাথে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন।

^২ বুখারী : ৩৬, আহমাদ: ৯৪৮০

^৩ আবু দাউদ : ২৫৪৩

৭ম হিজরির রমাদান মাসে ১৩০ জনের একটি মুজাহিদ বাহিনী বনি আব্দ বিন সাকিলার বিরুদ্ধে লড়াই করতে বের হন। এই গোত্রটি প্রকাশ্যে মুসলমানদের শত্রুতা শুরু করে দিয়েছিল। যুদ্ধে মুজাহিদ বাহিনী জয়লাভ করেন।

৮ম হিজরির ২০ শে রমাদান রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে মক্কা বিজয় হয়। বদর থেকে যে বিজয়ের ধারা শুরু হয়েছে তা মক্কা বিজয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এরপর গোটা আরবে ইসলামের দাওয়াহ ছড়িয়ে পড়ে এবং ইসলাম ও মুসলমানগণ অপ্রতিরোধ্য-দুর্দমনীয় শক্তিতে পরিণত হয়। ৯ম হিজরির রমাদান মাসে তাবুক যুদ্ধের কিছু কিছু ঘটনা সংঘটিত হয়। তাবুক যুদ্ধ রোমান বাহিনীর বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ রমাদান মাসেই তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসেন। যুদ্ধ তাঁর লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়। যুদ্ধের লক্ষ্য ছিল, রোমান বাহিনীকে মুসলিম রাষ্ট্রের শক্তি ও প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত করা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় রমাদানে এতগুলো ছোট বড় জিহাদ সংঘটিত হয়। রমাদান মুসলমানদেরকে শক্তি ও প্রেরণা জোগায়। আজও যদি মহানবীর অনুসরণে মুসলমানরা মাহে রমাদানে জিহাদের ঝান্ডা হাতে অগ্রসর হতে পারে, আল্লাহর সাহায্য নেমে আসা অবশ্যজ্ঞাবী। এটা রবের কারীমের ওয়াদা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মৃত্যুর পর খুলাফায়ে রাশেদার যুগ শুরু হয়। ২য় খলিফা উমর বিন খাত্তাব ؓ এর আমলে ১৫ হিজরির ১৩ই রমাদান আবু উবায়দাহ বিন জাররাহ জেরুজালেম বিজয় করেন। মক্কার মতো মুসলমানদের তৃতীয় পবিত্র স্থান, অসংখ্য নবী-রাসূলের পূণ্যভূমি বায়তুল মুকাদ্দাসও এই পবিত্র রমাদান মাসেই জয় করা হয়।

উমর ؓ-এর শাসনামলে পারস্য বিজয়ের প্রয়োজন দেখা দেয়। কেননা রোমান সাম্রাজ্যের পাশাপাশি তদানীন্তন পরাশক্তি পারস্য সাম্রাজ্যও মুসলমানদের নিরাপত্তার জন্য হুমকি সৃষ্টি করে। তারা সীমান্তবর্তী আরব মুসলমানদের মধ্যে ইসলামি শাসনের বিরুদ্ধে উত্তেজনা সৃষ্টি করে। বিশ্বনবীর জীবদ্দশায় তাঁর প্রেরিত দূতকে পারস্য সম্রাট খসরু অপমান করে। এছাড়াও আরবদের সাথে পারস্যের বাণিজ্যিক সম্পর্কও হুমকির সম্মুখীন হয়। তাই খলীফাতুল মুসলিমীন উমর ؓ সাদ বিন ওয়াক্কাস ؓ-কে মুসলিম বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ বানিয়ে অভিযানে পাঠান। কাদেসিয়ার ময়দানে পারস্য সম্রাট ইয়াযদাগারদের প্রধান সেনাপতি রুস্তুমের সাথে ১৫ হিজরির রমাদান মাসে মোকাবেলা হয়। রুস্তুম নিহত হয় ও মুসলিম বাহিনী বিজয় লাভ করে।

তদানীন্তন পরাশক্তি রোমান সাম্রাজ্য ইসলামকে সমূলে উৎখাত করার বহু চেষ্টা চালায়। আমর বিন আস (রা.) ২০ হিজরির ২রা রমাদান ব্যাবিলন দুর্গ অবরোধ করার পথে রোমান বাহিনীকে পর্যুদস্ত করেন।

উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদের শাসনামলে তাঁর সেনাধ্যক্ষ মূসা বিন নুসাইর ৯১ হিজরির ১লা রমাদান তুরাইফ বিন মালিককে স্পেনের রাস্তা আবিষ্কারের জন্য পাঠান। তারপর ৯২ হিজরির রমাদান মাসে তারেক বিন যিয়াদের হাতে স্পেন জয় হয়। তারেক নৌকার মাধ্যমে পানিসীমা পেরিয়ে স্পেনে পৌঁছে মুসলিম বাহিনীর নৌকাগুলোকে জ্বালিয়ে দিয়ে বলেন,

“হে আল্লাহর সৈন্যরা! তোমাদের পেছনে সাগর, সামনে শত্রু বাহিনী। আল্লাহর কসম! তোমাদের জন্য ঈমানের দাবিতে সত্যবাদিতার বাস্তবায়ন ও ধৈর্য ধারণ ব্যতীত বাঁচার আর কোন পথ নেই।”

এ পরিস্থিতিতে তারা শত্রু বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং বিজয়ের রক্তিম সূর্য ছিনিয়ে আনেন। ৯৩ হিজরির ৯ রমাদান মূসা বিন নুসাইর স্পেনে পরিপূর্ণ জয়লাভের জন্য আক্রমণ চালান।

হিজরি ৯৬ সালের রমাদান মাসে মুহাম্মাদ বিন কাসিমের হাতে অত্যাচারী সিদ্ধু রাজা দাহির পরাজিত হয় এবং উমাইয়া শাসক ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালেকের শেষ আমলে এতদধ্বংসে

ইসলামি শাসন কায়েম হয়। এই বিজয় আমাদের এ উপমহাদেশে ইসলামের প্রচার-প্রসারের সূচনা করে।

২১২ হিজরির রমাদান মাসে যিয়াদ বিন আগলাবের হাতে ইটালি সিলিলি দ্বীপ জয় হয়।

২২৩ হিজরির ৬ রমাদান, রোববার আব্বাসি খলিফা মুতাসিম বিল্লাহ বাইজানটাইন সম্রাটকে পরাজিত করে আমুরিয়া (Amurium) জয় করেন।

৫৩২ হিজরির রমাদান মাসে ইমাদুদ্দিন জঙ্গির নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী উত্তর সিরিয়ার হালব শহর জয় করেন এবং খৃস্টান ক্রুসেডারদের পরাজিত করেন। সিরিয়া তখন রোম সম্রাটের অধীন ছিল।

১১৮৭ খৃস্টাব্দ মোতাবেক ৫৮৩ হিজরির রমাদান মাসে মিসরের সুলতান সালাহ উদ্দিন ইউসুফ বিন আইয়ুব বাইতুল মুকাদ্দাস উদ্ধারের লক্ষ্যে হিন্তিন ময়দানে পৌঁছেন এবং ১ লাখ ৬৩ হাজার খৃস্টান অশ্বারোহীকে পরাজিত করেন। মুসলিম বাহিনী জেরুজালেমের খৃস্টান রাজাকে বন্দি, ৩০ হাজার সৈন্য আটক ও অন্য ৩০ হাজার সৈন্যকে হত্যা করে বিজয় লাভ করেন। তিনি খৃস্টানদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন এবং জেরুজালেমে ইসলামের পতাকা উত্তোলন করেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক রমাদান নয় বরং রজব মাসকে জেরুজালেমের বিজয়ের মাস বলে উল্লেখ করেছেন।

তাতারের নেতা হালাকু খাঁ মুসলমানদের চরম শত্রু ছিল। ৬৫৮ হিজরির সফর মাসে তাঁর হাতে বাগদাদের ইসলামি খেলাফতের পতন হয়। তাতাররা ছিল দুর্ধর্ষ, বর্বর ও অত্যাচারী। তারা ইরাক ও সিরিয়া দখলের পর মিসর অভিযানের উদ্যোগ নেয়। হালাকু খাঁ মিসরের সুলতান কুতজের কাছে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানায়। মিসরীয় বাহিনী জাহের বাইবারসের নেতৃত্বে বের হন এবং ৬৫৮ হিজরির ২৫ রমাদান মোতাবেক ১২৬২ খৃস্টাব্দে তাতারিদের বিরুদ্ধে ‘আইনে জালুত’ নামক স্থানে উপস্থিত হন। এটি ফিলিস্তিনের নাবলুস ও সিরিয়ার বিসানের মাঝামাঝি অবস্থিত। জাহের বাইবারস জেরুজালেমের উপর তাতারিদের আক্রমণ প্রতিহত করে বাইতুল মুকাদ্দাসকে রক্ষা এবং তাদের মিসর অগ্রাভিযান প্রতিহত করেন। এতে মুসলিম বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল ১৪ হাজার, আর তাতারিরা ছিল ১ লাখ। আর তাদের ছিল অশ্বারোহী বাহিনী। যুদ্ধে ১০ হাজার তাতারি সৈন্য বন্দি হয়। যুদ্ধে তাতার সেনাধ্যক্ষ কাতাবগা নিহত হয়। অবশেষে মুসলমানরা জয়লাভ করেন।

জাহের বাইবারস ৬৬৬ হিজরির রমাদান মাসে তাতারদের কাছ থেকে তুরস্ক দখল করেন। মুসলমানদের বিজয়ের ধারা অব্যাহত থাকে। ৭০২ হিজরির রমাদান মাসে মিসরীয় বাহিনী তাতারদের আরেকটি অভিযানকে ব্যর্থ করে দেয় এবং দক্ষিণ দামেস্ক থেকে ১০ হাজার তাতার সৈন্য আটক করে।

দীর্ঘ তিন শতাব্দি ব্যাপী খৃস্টানরা মুসলমানদের সাথে ক্রুসেডে লিপ্ত থাকে। পূর্ব বাইজানটাইন খৃস্টান সাম্রাজ্য, স্পেন এবং পূর্ব আরব দেশসমূহে ঐ সকল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। স্পেনে মুসলিম শাসনের অবসানের পর বিশ্বব্যাপী মুসলমানরা দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন পুনরায় মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করে শক্তিশালী করে তোলার প্রয়োজন দেখা দেয়। তুরস্কের উসমানি শাসক সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতেহ দীর্ঘ ৫৯ দিন কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করার পর তা জয় করেন। তিনি পবিত্র রমাদানে ১৪০৩ খৃস্টাব্দের ৪ঠা মে বিজয়ীর বেশে কনস্টান্টিনোপল প্রবেশ করেন এবং তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠিত মসজিদ আয়াসুফিয়ায় সালাত আদায় করেন। কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের কারণে বুলগেরিয়া, রোমানিয়া, যুগোস্লাভিয়া এবং অস্ট্রিয়াসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ইসলামের প্রচার-প্রসার শুরু হয়। কতই না বরকতপূর্ণ রমাদানের এই বিজয়!

আজ মুসলিম বিশ্ব নানান সমস্যায় জর্জরিত। ক্ষত-বিক্ষত এই খায়রা উম্মাহ। ঈমান-আমলের চরম দৈন্যতা, দূরদর্শিতার প্রবল সংকট, শত্রুকে শত্রু হিসেবে চিনতে না পারা, শত্রুর কটকৌশল

অনুধাবন করতে না পারা- ফলে বিশ্বায়নের নামে সৃষ্ট উম্মাহর উপর চাপিয়ে দেয়া অর্থনৈতিক সংকট, কাফির শাসকদের চাপিয়ে দেয়া কুফরি আইন-কানুন, আল্লাহপ্রদত্ত শরীয়া উৎখাতকরণ, শরীয়া বাস্তবায়নের চেষ্টাকারীদের মিডিয়া কর্তৃক ‘ভয়ঙ্কর’ রূপে উপস্থাপন এবং তাদেরকে দমনের অজুহাতে সাধারণ মুসলিমদের উপর ব্যাপক নির্যাতন-নিপীড়ন ইত্যাদি নানামুখি ষড়যন্ত্রের বিপরীতে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে যমিনে রব্বুল আলামীনপ্রদত্ত শান্তিময় দীন- ইসলাম কায়েমের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে হবে প্রতিটি রোযাদারকে। বিজয় আমাদেরই, বিইযনিল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর দীনের বিজয়ের জন্য কবুল করুন।

ibnujakir1@gmail.com

www.facebook.com/ibnujakir2015

